বইমেলায় বরকতের তিন বই

এবারের একুশে বইমেলায় তিনটি বই প্রকাশ পাচ্ছে মেহেরপুরের শিশুতোষ গল্পকার তরুণ লেখক বরকত আলীর। বই তিনটি হচ্ছে-‘পিঁপিঁ◌ঁ ও কুড়িয়ে পাওয়া ডিম’, ‘গল্পের গরু গাছে’ ও ‘পেটমোটা শিয়াল’। এদের মধ্যে দুইটি শিশুতোষ ও একটি লোকগল্পের।

এর মধ্যে ‘পিঁপিঁ ও কুড়িয়ে পাওয়া ডিম’ বইটির প্রচ্ছদ করেছেন শাহীনুর আলম শাহীন, কিডজ কারাভান প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে ৬২৫ নম্বর স্টলে। ‘গল্পের গরু গাছে’ বইটির প্রচ্ছদ করেছেন অংকন তুর্য পাতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি পাওয়া যাচ্ছে ৫৬৮ নম্বর স্টলে।

ইতোমধ্যে বইদুটি বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ‘পেটমোটা শিয়াল’ নামের একটি লোকগল্পের বই প্রকাশিত হবে। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন কাওসার মাহমুদ, খুশবু প্রকাশন থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি পাওয়া যাচ্ছে ৭৩০ নম্বর স্টলে।

কুষ্টিয়ায় জাতীয় গ্রন্থগার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণ

‘গ্রন্থাগারে বই পড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি’-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে কুষ্টিয়ায় জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় তিনি বলেন, প্রতিটি বইয়ের পাতায় পাতায় আনন্দ ছড়িয়ে আছে। এ

আনন্দ খুঁজে নিতে পারলে আলোকিত মানুষ হওয়া সম্ভব। আর আলোকিত মানুষরাই সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই বই পড়ার সংস্কৃতিকে আরো শাণিত করতে হবে। তাই বেশি বেশি করে বই পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেন তিনি।

সরকারি গণগ্রন্থাগারের সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মুনমুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক জুবায়ের, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পার্থ প্রতীম শীলসহ অন্যান্যরা।

এ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়। এর আগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অনুষ্ঠানস্থলে এসে শেষ হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সংবর্ধনা

মেহেরপুর-১ আসনে তৃতীয় বারের মত সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ফরহাদ হোসেনকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এ সময় জেলা প্রশাসক শামীম হাসানসহ জেলার সকল সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

ফুল দেওয়া শেষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী।

বক্তব্যে তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগনের জন্য আমাদের সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। যেখানেই দূর্ণীতি সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে দূর্ণতির অভিযোগ উঠবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি আরো বলেন,প্রশাসনকে জনগনের সেবক হিসাবে কাজ করতে হবে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর এখন স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রশাসেন দুর্ণিতি থাকলে উন্নয়ন অগ্রযাত্র ব্যাহত হয়। তাই কোন ধরনের দুর্ণিতি প্রশ্রয় দেওয়া হবেনা। আমাদের কাছে আগামী ৫ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সুন্দর,উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই।

এছাড়াও এসময় মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক,জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুরে ‘সহকারী শিক্ষক’ নিয়োগ পরীক্ষায় অনুপস্থিত ১৩৬৫, বহিস্কার ৩

২য় ধাপে খুলনা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার মেহেরপুরে ৪ হাজার ৯৪৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিলেন এক হাজার ৩৬৫ জন। এবং ডিভাইস নিয়ে হলে প্রবেশ করার অপরাধে ৩ পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করেছে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট।

জেলা শহরের ৮টি কেন্দ্রে সকাল ১০টায় শুরু হয়ে পরীক্ষা শেষ হয় এগারোটায়। নিয়োগ পরীক্ষা উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাথতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কেন্দ্রের আশে পাশে ১৪৪

ধারা জারি করেছেন।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ৮টি কেন্দ্রের ৪ হাজার ৯৪৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিলো ১৩৬৫ জন। ডিভাইস রাখার কারণে মেহেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্র থেকে ২ জন এবং মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে একজন বহিস্কার করেছে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট।

দেশে যে চাউল আছে তাতে আমদানী করার প্রয়োজন নেই – খাদ্যমন্ত্রী

দেশে যে চাউল আছে তাতে আমদানী করার প্রয়োজন নেই। যেন চাউলের বাজার নিয়ে ম্যাসাকার না হয়ে যায় সেজন্য বেসরকারি ভাবে চাউল আমদানীতে ট্যাক্স ফ্রি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ বৃহস্পতিবার (১ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালকল মালিকদের সাথে মতিবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

চাউলের বাজারের অস্থিরতা নিয়ে মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের লোভ লালসা সুযোগকে দায়ী করে বলেন আমরা মোবাইল কোর্ট করে কাউকে অপমানিত করতে চাই না। যদি কেউ বাধ্য করে তাহলে তো করতেই হয়।

বিকেলে জেলা প্রশাসক এস. এম রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালকল মালিকদের সাথে মতিবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী স্বাধন চন্দ্র মজুমদার।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই, জেলা পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার

চৌধুরীসহ জেলা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, জেলা চালকল মালিক ও সাংবাদিকবৃন্দ।

পদ্মায় ফেরিডুবি: ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার

মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে রজনীগন্ধা নামে একটি ফেরি ডুবির ঘটনা ঘটেছে। নদীতে নোঙর করা অবস্থায় ফেরিটি ডুবে যায়। এখন পর্যন্ত ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পদ্মায় আস্তে আস্তে ফেরিটি ডুবে যেতে থাকে। এসময় ফেরিতে থাকা যাত্রীদের চিৎকার শোনা যায় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর ছয়জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ আছেন ফেরিটিতে থাকা অনেক যাত্রী। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

দুর্ঘটনা সংবাদ পেয়ে শিবালয় থানা থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও পুলিশ উদ্ধার কাজে যোগ দেয় বলে জানিয়েছেন শিবালয় থানার ফায়ার সার্ভিসের প্রধান মজিবুর রহমান।

তিনি বলেন, বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ৫ নম্বর ঘাট এলাকার কাছাকাছি রজনীগন্ধা নামে একটি ফেরি ডুবে গেছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের

পূর্ণমন্ত্রী হলেন ফরহাদ হোসেন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের জন্য ৩৬ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন। এর আগে তিনি একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ফরহাদ হোসেন বিএল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।

মন্ত্রিসভার শপথ নিতে ফোন

পেলেন ফরহাদ হোসেন

নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অনেকেই ইতিমধ্যে ফোন পেয়েছেন তার ভিতরে ফোন পেয়েছেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

আজ বুধবার (১০ জানুয়ারি) রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন ফোন দেওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।

মো. মাহবুব হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীসহ ২৫ পূর্ণমন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রী তালিকা পেয়েছি। তাদেরকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছি এবং আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকার জন্য বলেছি।

এছাড়াও নতুন মন্ত্রীদের আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গণভবনে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর ১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে ৯৪৩০৩ ভোট পেয়ে তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

তবে নতুন মন্ত্রণালয়ে তাদের কি পদ দেওয়া হবে তা পূর্ণাঙ্গভাবে জানা যাবে দপ্তর বণ্টনের পর।

ডিএফপির ভূয়া ও অসত্য তালিকার ব্যপারে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ডিএফপির মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হারি নিয়ে সম্প্রতি ভূয়া ও অসত্য তথ্য সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করছে একটি মহল।

এনিয়ে সতর্ক থাকার জন্য বুধবার (১০ জানুয়ারি) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) পরিচালক

(বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার নিয়ে একটি ভূয়া, অসত্য তথ্য সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে, যা এ অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সরকারের নীতিমালা মোতাবেক নিয়মিতভাবে মিডিয়া তালিকা হালনাগাদ করে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.dfp.gov.bd। ডিএফপির ওয়েবসাইট ব্যতীত অন্য কোন অনলাইন বা সামাজিক মাধ্যমে তালিকা প্রকাশ করা হয় না।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ভুল তথ্য সম্বলিত তালিকার বিষয়ে এ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পাঁচ বছরে গণতন্ত্রের সূচক আরও বেড়েছে

গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গণতন্ত্রের সূচক শুধু বেড়েছে। কখনও একসঙ্গে আট ধাপ, আবার কখনও চার ধাপ করে এগিয়ে গেছে গণতন্ত্রের সূচক। যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) গত পাঁচ বছরের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ৮৮তম, ২০১৯ সালে ৮০তম, ২০২০ সালে ৭৬তম, ২০২১ সালে ৭৫তম ও ২০২২ সালে ৭৩তম স্থানে উন্নীত হয়েছে।

ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় বারের মতো সরকার গঠন করে। পরবর্তী বছর

মতো অপরাজনীতি না করলে বিশ্ব গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের আরও উন্নতি হতো। প্রকৃতপক্ষে গত ৫ বছরের প্রতিবছরই গণতন্ত্র সূচকে ধারাবাহিক ভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। বিএনপির নেতারা, তাদের সমমনা নেতারা এবং কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী ক্রমাগতভাবে বলে আসছে, টিভির পর্দা ও জনসভা গরম করছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করা অপচেষ্টা করছে দেশে গণতন্ত্র নেই বলে। অথচ গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ গণতন্ত্র সূচকে ক্রমাগত অগ্রগতি করছে। এতেই প্রমাণিত হয় বিএনপিসহ অন্যান্য দল বা ব্যক্তি বিশেষ বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং গণতন্ত্র নাই বলে যে ধোয়া তোলা এগুলো যে মিথ্যা ও অসাড় সেটাই প্রমাণ করে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আরও সংহত হতো। গণতন্ত্রকে দৃঢ় ও সংহত করার দায়িত্ব শুধু সকারের একার নয়। সবার সম্মিলিত দায়িত্ব হচ্ছে গণতন্ত্র সংহত করা। সেটা সব রাজনৈতিক দল, সরকারি দল, বিরোধীদলের দায়িত্ব। সে সরকারের থাকুক বা না থাকুক। বাংলাদেশ গণতন্ত্র আরও সংহত হতো। আরও অগ্রগতি করতো, কয়েক ধাপ উন্নীত হতো। যদি বিএনপির অপরাজনীতি না থাকতো। সংসদ বর্জন, সংসদ থেকে পদত্যাগ- এই অপরাজনীতি যদি না থাকতো গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশ আরও বহু ধাপ এগিয়ে যেতে পারতো। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যে চর্চা হচ্ছে, রীতিনীতির চর্চা হচ্ছে সেটার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে গণতন্ত্র সুচকের এই প্রতিবেদন।’